শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও কতিপয় সংস্কারমূলক প্রস্তাব ও সুপারিশ

নিকট অতীতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বই বিতরণ হয়েছে খুব উৎসবমুখর পরিবেশে। কিন্তু এ উৎসব মুখরতা ম্লান হয়েছে। পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন ভুল মুদ্রণ যা আলোচনা-সমালোচনায় জাতির মধ্যে এক বড় রকমের ঝড় সৃষ্টি হয়েছে। অধিকন্তু মাঝে মাঝে বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ফাঁসের কারণেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বিবৃতকর অবস্থায় পড়তে হয়েছে। এ জন্য কেউ না কেউ অবশ্যই দায়ী। কিন্তু দায়ী হলেও এ দায় এড়ানোর প্রবণতা আমাদের সমাজে আগেও যেমন ছিল, বর্তমানেও আছে। তবে জবাবদিহিতার প্রশ্নে বর্তমানকালটাকে একটা জবাবদিহিতার কাল বলেই আমরা বিবেচনা করতে পারি। এ আমলে কেউ দায় এড়াতে পারে বা নিস্কান্ত হতে পারে এমনটা মুখস্ত বলার সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে অনেক প্রভাবশালী রুই-কাতলার প্রত্যক্ষ প্রভাব, অজ্ঞতা মুখ্যতা ও অযাচিত হস্তক্ষেপ বা অবৈধ বাণিজ্যের মাধ্যমে মুনাফা লাভের আশায় এ রকম বেহাল দশা বা পরিস্থিতির অবতারণা ঘটিয়ে থাকেন।

পাঠ্যবই প্রকাশনার দায়িত্ব এনসিটিভির কর্তৃপক্ষের। এনসিটিভি কর্তৃপক্ষের কোন উদাসীনতা, অবহেলা ও মনিটরিং এর ঘাটতির কারণেই তা ঘটেছে। তা হয়তো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়কেই দোষারপ করতে চেষ্টা করবে। বিভিন্ন পাবলিক ও নিয়োগ পরীক্ষা ব্যবস্থা, প্রশ্নপত্র ছাপানো, ফলাফল প্রকাশ, ভর্তি পরীক্ষা, পাঠ্যবই রচনা ইত্যাকার যাবতীয় বিষয়ের ওপর নিশ্চয়ই বিভিন্ন কমিটি কাজ করে থাকে এবং কমিটি গঠনের পূর্বে তা কনফারেন্সের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে একটি পরিকল্পনাপত্র তৈরি হয়ে থাকে। আমাদের দেশের কনফারেন্স, সেমিনার ক্ষেত্রে অভ্যাগত বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত থেকে সেমিনারের বক্তব্য শুনে থাকেন। যা তার শুধু শোনার মধ্যেই সীমিত থাকেন বা শুনেই থেমে থাকেন। পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য তারা অগ্রসর হতে চান না। পুরো পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও ফলোআপ কার্যক্রমকে লক্ষ্য রাখতে হয়। যাই হোক শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সুগঠিত ও সাবলীল করতে নিম্নের প্রস্তাব ও সুপারিশসমূহ বিবেচনায় আনা যেতে পারে।

১। সদ্য বিভাজিত নতুন বিভাগ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের মাদ্রাসা কার্যক্রমকে ধর্ম মন্ত্রণালয়কে ন্যাস্ত করা যেতে পারে। যদিও মাদ্রাসা শিক্ষার বা ধর্মীয় যাবতীয় শিক্ষার যাবতীয় বিষয় ধর্ম মন্ত্রণালয়ের দেখার কথা। এক্ষেত্রে এ সুপারিশ হলো- শুধুমাত্র ডিসেন্ট্রালইজেন বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর হতে চাপ কমাবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

২। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার মতো বিষয়দি একটি মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত মাফিক বাস্তবায়ন হলে তা ভালো হয়।

৩। কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান ইত্যাদি রিষয়াবলি অন্য একটি কেন্দ্রিক মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হতে পারে।

৪। প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়ের পরোক্ষভাবে শিক্ষা প্রশিক্ষণের সম্পর্কিত বিষয়াদি নিহিত আছে। তাহলে কি সব মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা প্রশিক্ষণ বিষয়সমূহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দেখার বিষয়? সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের একাডেমিক সেল বা ট্রেনিং সেল থাকতে পারে।

৫। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রিক সিদ্ধান্তেই সব কাজকর্ম সম্পন্ন হবে। তবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিভাগের সমন্বিত যোগাযোগ ও এক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ
সাবেক উপ-পরিচালক ও কমান্ডান্ট,
বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
একাডেমি, গাজীপুর।